তারিখ ... 20 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... 2 ...

প্রথম আলো

গণমাধ্যম, শিক্ষায়ও ব্যাপক শুদ্ধি অভিযান

২৪ রেডিও-টিভির লাইসেন্স বাতিল ■ শিক্ষা খাতের ৩৬ হাজার কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

রয়টার্স ●

সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও বিচার বিভাগের পর এবার গণমাধ্যম এবং শিক্ষা খাতেও ব্যাপক শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছে তুরস্কের সরকার। সামরিক অভ্যুত্থানচেষ্টায় অভিযুক্ত নেতা ফেতুল্লা গুলেন-সংশ্লিষ্ট ২৪টি রেডিও এবং টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে শিক্ষা খাতের ৩৬ হাজার কর্মীর বিরুদ্ধে।

এ ছাড়া শীর্ষ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ দিয়ানেতের ৪৯২ জনকে এবং জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা থেকে ১০০ কর্মীকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সরানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২৫৭ জন কর্মকর্তাকে। সব কটি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে। এর আগে একই অভিযোগে সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ ও বিচার বিভাগের প্রায় ২০ হাজার কর্মীকে অব্যাহতি বা সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে শতাধিক শীর্ষস্থানীয় সেনা কর্মকর্তাসহ সেনা-পুলিশের তিন হাজার সদস্যকে।

গুলেন-সংশ্লিষ্ট রেডিও এবং টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর লাইসেন্স বাতিলের বিষয়টি গতকাল মঙ্গলবার জানিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের ৪৯২ জনকে ছাঁটাইয়ের বিষয়টিও একই দিন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে দিয়ানেত। দেশটির ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তাও মঙ্গলবার গোয়েন্দা সংস্থা থেকে কর্মী ছাঁটাইয়ের বিষয়টি জানান। একই দিন দেশটির শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ১৫ হাজার কর্মীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত ২১ হাজার শিক্ষকের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সরকারকে উৎখাত করতে শুক্রবার রাতের ব্যর্থ অভ্যুত্থানচেষ্টার সময় সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী অংশ এবং এরদোয়ান-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে ১০৪ সেনাসদস্যসহ প্রায় ৩০০ লোক প্রাণ হারান।

গুলেনকে ফিরিয়ে দিতে যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ : যুক্তরাষ্ট্রে স্বেচ্ছানির্বাসনে থাকা ধর্মীয় নেতা ফেতুল্লা গুলেনকে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার জন্য দায়ী করে তাঁকে ফিরিয়ে দিতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করেছে তুর্কি কর্তৃপক্ষ।

প্রধানমন্ত্রী ইলদিরিম গতকাল মঙ্গলবার পার্লামেন্টে বলেন, ফেতুল্লা গুলেনকে ফিরিয়ে দিতে অভ্যুত্থানচেষ্টায় তাঁর 'জড়িত থাকার প্রমাণসহ' চারটি ফাইল যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের কড়া সমালোচক হিসেবে পরিচিত গুলেন ইতিমধ্যে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অভ্যুত্থানে ফেতুল্লার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত থাকার ইঙ্গিত দিয়ে এরদোয়ান সরকারের মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে মিত্র দেশ যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি এ বিষয়ে প্রমাণ দাবি করেছে।

জেলে ২৬ জেনারেল : এএফপির প্রতিবেদনে জানানো হয়, অভ্যুত্থানচেষ্টায় জড়িত থাকার অভিযোগে দেশটির সাবেক ২৬ জন জেনারেলকে গতকাল কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। তাঁদের বিচার শুরুর দিনক্ষণ এখনো নির্দিষ্ট হয়নি। এই ২৬ জনের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক ধারা বিলোপের চেষ্টা, সশস্ত্র গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেওয়া, প্রেসিডেন্টকে হত্যার চেষ্টাসহ বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দেশটির বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান জেনারেল একিন ওজতুর্কও আছেন। তবে তিনি তাঁর সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করেছেন।

মৃত্যুদণ্ড নিয়ে অনড় এরদোয়ান : ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ (ইইউ) বিভিন্ন দেশের সমালোচনা সত্ত্বেও মৃত্যুদণ্ড পুনর্বহাল করার ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থানে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। গতকাল দেশের সবচেয়ে বড় শহর ইস্তাম্বুলে তাঁর বাসভবনের সামনে এক সমাবেশে এরদোয়ান বলেন, যদি জনগণ সমর্থন করে এবং পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তিনি মৃত্যুদণ্ড পুনর্বহাল করবেন। এরদোয়ান বলেন, 'তুরস্ক গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে জনগণ মৃত্যুদণ্ড চাইলে অন্যরা বাধা দিতে পারে না।'

ইইউর সদস্য হওয়ার চেষ্টার অংশ হিসেবে ২০০৪ সালে মৃত্যুদণ্ড রহিত করে তুরস্ক।

তুরস্কের সামরিক বাহিনীর জেনারেল স্টাফ প্রধান ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বার্তায় বলেছেন, সামরিক বাহিনীর অধিকাংশ সদস্যই অভ্যুত্থানচেষ্টা সম্পর্কে জানতেন না। তিনি বলেন, শুক্রবার বেলা চারটার সময় তাঁরা অভ্যুত্থানের ব্যাপারে প্রথম গোয়েন্দা তথ্য পান এবং তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন।

অল্পের জন্য বেঁচে যাই : এরদোয়ান

মার্কিন টেলিভিশন সিএনএনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এরদোয়ান দাবি করেছেন, অভ্যুত্থানের সময় তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছেন। অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার পর কিছু সেনাসদস্য সমুদ্র তীরবর্তী মারমারিস অবকাশ কেন্দ্রে হামলা চালান। এর অল্প কিছুক্ষণ আগেই তিনি সেখান থেকে বিমানে করে সরে যেতে সক্ষম হন। এরদোয়ান দাবি করেন, 'আমি যদি আর ১০ থেকে ১৫ মিনিট সেখানে থাকতাম, তবে আমাকে হত্যা বা অপহরণ করা হতো।'

আকাশে বিদ্রোহীদের এফ-১৬ জঙ্গি বিমানের আওতায় পড়েছিল প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে বহনকারী বিমান। সাবেক এক তুর্কি সামরিক কর্মকর্তা বলেন, প্রেসিডেন্টের বিমানের পাইলট প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য হামলা এড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। ওই কর্মকর্তা বলেন, কেন বিদ্রোহীদের যুদ্ধবিমান থেকে গুলি করা হয়নি, তা এক রহস্য।